ISSN : 2414-3200

Uttara University Islamic Studies Journal

Volume-1 Number-1 January-June 2016

Uttara University

Bangladesh

Uttara University Islamic Studies Journal
Volume-1, Number-1, January-June 2016
ISSN : 2414-3200

উমাইয়া ইবন আবিস সালতের কাব্যে মহান আল্লাহর মহিমা ও একত্ববাদঃ একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন*

Abstract

Umaia Ibn Abis Salt was a talented poet of the Arabic Literature. According to historians, he was born in the famous Thaqif dynasty towards the middle of the 6th century. An extraordinary genious and talent emerged in him even in his boyhood. Impressed by his ardent eagerness for the attainment of knowledge, everybody loved him. Poet Umaia grew up with his faith in one creator from his boyhood. That is why all his poems are sacredly free from the evil culture of the Jahili age, polytheism, shirk and bid`at. To the critics of Arabic Literature he is known as a fore-runner of an individualistic syntax embedded in religious sentiment. He kept his sense of true subject matter infact in his poetry and presented it properly in appropriate diction. At the same time the poet has organized his religious subjects in lucid words and language and hinted at a religious spirit of life. Especially evident in his poems is the excellent description of the great creator Allah's monotheism and glory, the arrival of the Prophet Muhammad (pbuh) in the world, the next world, angels and Allah's great seat and so on. All these things will be a new source of inspiration in the hearts of those who believe in the spirit of religion and love literature. This essay makes an overall explanation of Allah`s glory and monotheism in the light of Umaia`s poems.

ভূমিকা

মানুষের কল্পনা জগতে ভাসমান চিন্তাধারার রসযুক্ত লিখিত রূপই সাহিত্য। সাহিত্য মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখকের মানস চেতনার উন্মেষ ঘটে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষার সাহিত্যের সূচনা হয়েছে পদ্যের মাধ্যমে। জাহিলীযুগের আরবী কবিতা আরবদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবিগণ জীবনের আবেগ, অনুভূতি, বিরাগ, অনুরাগ, প্রেম, বিরহ, চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি অনুপম শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা তাদের জীবনঘনিষ্ঠ সকল বিষয়ের ওপর কবিতা রচনা করেছেন। জাহিলীযুগের যে সকল মহান কবি কাব্য সুষমার সুবাসে সাহিত্যমোদীদের মুগ্ধ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তন্মধ্যে কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত অন্যতম। কবি উমাইয়া ধর্ম ও ধার্মিকতার মহান বাণী ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে তাঁর কবিতার মাঝে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রশংসাগীতি, গৌরবগাঁথা, শোকগাঁথা, মহান আল্লাহর

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মহিমা ও একত্ববাদের বর্ণনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কবিতা রচনা করে আরবী সাহিত্যাকাশে বিশাল স্থান দখল করেছেন। নিম্নে কবি উমাইয়া ইবনে আবিস সালতের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এবং তাঁর কবিতায় মহান আল্লাহর মহিমা ও একত্ববাদের যে বাণী ফুটে উঠেছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

কবির নাম উমাইয়া। উপনাম আবূ উছমান।[১] কেউ কেউ বলেন, আবুল হাকাম। কবির পিতার নাম আবুস সালত। তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আহ।[২] তিনিও জাহিলীযুগের একজন মহান প্রতিভাবান কবি ছিলেন। যিনি ইয়ামেনের বাদশা সাইফ ইবন ইয়াযান-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করে সমগ্র আরবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৩] কবির মাতার নাম রুকাইয়া বিনত 'আবদ শামস ইবন 'আবদ মানাফ। ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ বলেন, কবি উমাইয়া কোন শুভ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন তার দিনক্ষণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।[৪]

তবে ইবন হাজার আল-আসকালানী বলেন : তিনি ৫৫০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিখ্যাত ছাকীফ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম উম্মু হাবীবা বিনত আবিল আস।[৬] কবি চার পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।[৭]

শৈশবকাল

কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত তায়েফের ছাকীফ গোত্রে লালিত পালিত হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁর ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কখনো সিরিয়া আবার কখনো ইয়েমেন গমন করতেন।[৮]

---

১ ইবন কুতায়বাহ, *আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা*, খ. ৩ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৭ খ্রী.), পৃ. ৪৬৬; সাইয়্যিদ আহমাদ আল হাশিমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, খ. ২ (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ২৫১; আবূ 'উবায়েদ আল বাকরী, *সামতুল লালী ফি শরহে আমা'লীল কালী* (বৈরূত: দারুল হাদীছ, ১৯৮৩ খ্রী.), পৃ. ৩৬২।

২ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল 'আইনী, *আল মাকাসিদ আন নাহ্‌বিয়্যাহ ফি শরহি শাওয়াহিদ শুরুহিল আলফিয়্যাহ*, খ. ৩ (প্রকাশনা বিহীন ও তা. বি.), পৃ. ১৮৩; আবূল ফারাজ আল ইসবাহানী, *কিতাবুল আগানী*, খ ৪. (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯২২ খ্রী.), পৃ. ১২৭।

৩ জুরযী যায়দান, *মাজাল্লাতুল হেলাল*, (গবেষণা পত্রিকা), ৭ম সংখ্যা (কায়রো : মাতবা'আতুল হিলাল বিল ফাজিলাহ ১৯০৩ খ্রী.), পৃ. *৪৫২-৪৫৫।*

৪ *আশ-শিরু ওয়াশ শু'আরা*, পৃ. ৪৬৬; *আল আগানী*, খ. ৪, পৃ. ১২৭-১২৮ ।

৫ *তদেব।*

৬ আল বালাযুরী (আহমাদ ইবন ইয়াহইয়া), *আনসাবুল আশরাফ*, খ. ৪ (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ১৬৯।

৭ *আল আগানী*, খ. ৪, পৃ. ১৩৯।

৮ ড. সাজী' জামীল আল জুবাইলী, *দীওয়ানু উমাইয়া ইবন আবিস সালত* (বৈরূত: দারু সাদির, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ২২৮; আহমাদ হাসান আয যাইয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ৫৮।

ছোটবেলা থেকেই কবি উমাইয়া ছিলেন অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী। বংশের সোনালী পরশে অনুকূল পরিবেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজেকে উঁচু মাপের কবি হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পারিবারিক বদান্যতা, শৌর্য-বীর্যের আদর্শ ও তাঁর গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে সকলেই তাঁকে ভালবাসতো।[৯]

প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থ যেখানে পেতেন সেখানেই তিনি অধ্যয়ন করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। শৈশব থেকেই কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালতের লেখনীতে ধর্মীয় বিষয়াবলীর প্রাধান্য স্পষ্ট হয়। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে উদাসীন গোষ্ঠীকে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রাথমিক জীবন থেকেই কাব্যিক ছন্দ সৃষ্টি করেন।[১০]

কবি উমাইয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি

জাহেলীযুগে ছাকীফ গোত্র ছিল আরবের বিখ্যাত একটি গোত্র। তিনি সেই বিখ্যাত গোত্রের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। কবি তাঁর জীবনের একটি মূহুর্তে নিজেকে এতই ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করতেন যে, তিনি নিজেকে নবী ভাবতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি এবং তিনি জানতেন যে, কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন ব্যক্তি নিজেকে নবী দাবী করতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন আবূ সুফইয়ানের নিকট জানতে পারলেন যে, আরব মরুর বুকে যে মহামানব নবুওয়াতের ঝাণ্ডা নিয়ে আবির্ভূত হবেন, তিনি হবেন বিখ্যাত কুরাইশ বংশের লোক। ঠিক তখনই কবির নবুওয়াত দাবীর সকল আশা আকাঙ্খা পণ্ড হয়ে যায়।[১১]

ঐতিহাসিক আবূ 'উবাদাহ বলেন, সমগ্র আরব এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আরবের মাঝে কাব্য প্রতিভায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ইয়াছরীবের অধিবাসীগণ এবং দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন ছাকীফ গোত্র। আর বিখ্যাত এই ছাকীফ গোত্রের সবচেয়ে প্রতিভাবান সাহিত্যরথী ছিলেন কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত।[১২]

কবি উমাইয়ার ধর্মীয় অনুভূতি

কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাস বিশ্লেষক ও গবেষকদের নিকট বিভিন্ন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। একদল বলেন, তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন।[১৩]

অপর একদল বলেন, তিনি ইয়াহুদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৪] আবার কোন কোন ঐতিহাসিক উক্ত দুটি অভিমত নাকচ করে বলেন, কবি উমাইয়া হানীফ ধর্মের অনুসারী ছিলেন।[১৫] এ ক্ষেত্রে তারা কবির একটি কবিতার চরণকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন:

---

৯ ড. সাজি' জামিল আল জুবাইলী, পৃ. ২২৭-২২৮।

১০ *আল আগানী*, খ. ৪,পৃ. ১৩৯-১৪১।

১১ ইবনু হাজার আসকালানী, *আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ*, খ.১ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১৩৩।

১২ *আল ইসাবাহ*, খ. ১, পৃ. ১৩৩।

১৩ *প্রাগুক্ত।*

১৪ লুইস শাইখূ, *শু'আরাউন নাসরানিয়্যা কাবলাল ইসলাম* (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১৯৬৭ খ্রী.), পৃ. ১৬৪।

১৫ *তদেব।*

كل دين يوم القيامة عند الله * إلا دين الحنيفة زور

"কিয়ামতের দিন সকল ধর্ম ও মতবাদ মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হবে শুধু হানীফ ধর্ম ব্যতীত।"[১৬]

তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রথম অভিমতকে সমর্থন করে বলেন, কবি উমাইয়া খ্রিষ্টান মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৭] তিনি খ্রিষ্টান ধর্মযাজক তথা পুরোহিতদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য দেশ দেশান্তরে ঘুড়ে বেড়াতেন। তাদের সাথে সাক্ষাত করে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এ ছাড়াও কবির মধ্যে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, যেগুলো তাকে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী হিসেবে প্রমান বহন করে।[১৮] যেমন : খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন ও গবেষণা, তাদের গীর্জায় অবস্থান ও একান্ত বৈঠক এবং খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীদের কর্তৃক অভ্যর্থনা ইত্যাদি। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল, তিনি ইয়াহুদী কিংবা খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের সাক্ষাত পেলেই ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।[১৯] ধর্মীয় প্রভাবে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে গায়ে কম্বল জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি জীবনে কখনো মদ পান ও গোশত ভক্ষণ করেননি।[২০]

উমাইয়ার কাব্য প্রতিভা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিভঙ্গি

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত-এর কবিতার ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, ছন্দের সুরবাণী প্রভৃতি আরবী সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনকে প্রভাবিত করেছে। কবি উমাইয়ার কাব্যে ধর্ম ও ধার্মিকতার তত্ত্ব চমকপ্রদ ভাষায় ফুটে উঠেছে।[২১] অবধারিত মৃত্যু, অসীমের সাথে সসীমের মিলন, মহান আল্লাহর মহিমা ও একত্ববাদের বর্ণনা, আসমান-যমীন সৃষ্টিতত্ত্ব, পরকাল, 'আরশ, কুরসী, ফেরেশতার বর্ণনাসহ অন্যান্য ধর্মীয় সকল বিষয়কে সাবলীল ও মুক্তছন্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।[২২] কবি উমাইয়া ধর্মীয় বিষয়কে শৈল্পিকভাবে অত্যন্ত নৈপুণ্য ও দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। তিনি অলংকারপূর্ণ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্ম ও ধার্মিকতার বাণী এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা জাহিলীযুগের অন্য কবিদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় না।[২৩] একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীর মুখে তাঁর একশটি শ্লোক শুনেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, ওর চেহারাটা ছিল ধার্মিক কিন্তু ওর অন্তরটা পুরোপুরি অধার্মিক।[২৪]

---

১৬ *আল আগানী*, ৪র্থ খ., পৃ. ১৩০।

১৭ মুতাহহার ইবন তাহির আল মাকাদিসী, *আল বাদ'উ ওয়াত তারীখ*, খ. ২ (প্যারিস, কালমান হাওয়ার প্রকাশনালয়, ১৯০৩খ্রী.), পৃ. ১৪৪।

১৮ আ. ত. ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রী), পৃ. ১০৮-১০৯; ড. *সাজি' জামিল আল জুবাইলী*, পৃ. ০৯।

১৯ *তদেব।*

২০ *আল আগানী*, খ. ৪, পৃ. ১৩২।

২১ *তদেব*

২২ মুহাম্মদ ইবন সালাম আল জামহী, *তাবকাতু ফুহুলিশ শু'আরা (*কায়রো:মাকতাবাহুল মাদীনাহ, ১৯৭৪ খ্রী.), পৃ. ২৬২-২৬৫।

২৩ ড. *সাজি' জামিল আল জুবাইলী*, পৃ. ০৮।

২৪ আহমাদ হাসান আয্ যাইয়াত, পৃ. ৫৮।

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم .

"কবিদের উক্তিসমূহের মধ্যে লাবীদের একটি উক্তিই সর্বাধিক সঠিক। লাবীদ বলেছিল, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবই মিথ্যা। আর উমাইয়া ইবন আবিস সালত মুসলমান হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।"[২৫]

ইমাম আহমাদ রহ. 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি উমাইয়ার কিছু চরণের বক্তব্য যথার্থ বলে অভিহিত করেছেন, সেগুলো হলো :

زحل وثور تحت يمنى رجله * والنسر لليسرى وليث مرصد
والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد
تأبى فلا تبدو لنا في رسلها * إلا معذبة وإلا تجلد

"তার ডান পায়ের নিচে আছে শনিগ্রহ ও বৃষরাশি, আর অপর পায়ের নিচে আছে একটি ঈগল ও ওঁত পেতে থাকা সিংহ।

প্রতি শেষ রাতে সূর্য রক্তিম বর্ণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমশ লাল হতে থাকে রং।

সূর্য উদিত হতে অস্বীকৃতি জানায়। তাকে উদিত করতে বাধ্য করা হয়।"[২৬]

উমাইয়ার এই পংক্তি ক'টি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উমাইয়া যথার্থই বলেছে।[২৭]

দীওয়ান

কবি উমাইয়ার কবিতার দীওয়ান এ পর্যন্ত অনেক মণীষীর সম্পাদনা ও সংকলনে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ লেখকগণ তাঁর দীওয়ান প্রকাশের কাজে ব্যাপক পরিশ্রম দিয়েছেন।[২৮] সর্বপ্রথম যিনি কবি উমাইয়ার কবিতা সংরক্ষণের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হলেন, 'আল আব লুইস শায়খূ' (الأب لويس شيخو)। তিনি যখন ১৮৯০ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ شعراء النصرانية রচনা করেন তখন তিনি তাতে কবি উমাইয়ার ২৫৬টি শ্লোক সংকলন করেন।[২৯]

[২৫] মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং, ৬০২৯।

[২৬] ইবন কাছীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, খ. ২ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭ খ্রী.), পৃ. ২১২; সাইফুদ্দীন ও আহমাদ 'ইসাম , *শরহু দীওয়ানি উমাইয়া ইবন আবিস সালত* (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াহ, ১৯৮০),পৃ.৩১।

[২৭] *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১২।

[২৮] *আল মাকাসিদুন নাহউয়াহ*, খ. ১, পৃ. ২৪৭।

[২৯] *শু'আরাউন নাসরানিয়্যাহ*, পৃ. ২১৯-২৩৭।

১৯১১ সনে জার্মানী লেখক F. Shulthess কবি উমাইয়ার দীওয়ানটি পুনঃপ্রকাশ করেন। তাতে তিনি কবির ৫৩০টি শ্লোক সংকলন করেন। তবে এর মধ্যে শব্দ ও অর্থের বিশ্লেষণ করা হয়নি। ১৯৩৪ সালে "বাঁশির ইযামুত" উমাইয়ার দীওয়ান প্রকাশ করেন, তাতে সংযোজিত হয়েছে ৭৪৯ টি শ্লোক। এছাড়াও কবি উমাইয়ার দীওয়ান ১৯৭৪ সালেও প্রকাশিত হয়, যাতে ৭৩৫টি কবিতার চরণ সংযোজিত হয়েছে।[৩০]

কবি উমাইয়ার কাব্যে মহান আল্লাহর মহিমা ও একত্ববাদের ঘোষণা

কবি উমাইয়া ছিলেন ধর্মের প্রতি গভীর অনুরক্তও একক সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাসী। তাঁর রচিত সকল কবিতা জাহিলীযুগের নোংরা অপসংস্কৃতি, বহু ঈশ্বরবাদ, শিরক, বিদয়াত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি তাঁর কবিতায় জাহিলী যুগের মূর্তি কিংবা শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রসঙ্গও উল্লেখ করেননি।[৩১]

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কবি উমাইয়া ছিলেন একক সত্ত্বার প্রতি পূর্ণবিশ্বাসী। মহান আল্লাহ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, সকল শক্তির আধার। তিনিই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্ম কেবলমাত্র তাঁরই কৃত। সৃষ্টি করার ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় কেবল তাঁরই রয়েছে। তিনি নিরংকুশ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছিলেন, সে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টিকর্মের প্রতি নিবদ্ধ করেছিলেন। ফলে এই বিশ্বলোকের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়েছিল। তিনিই মালিক বাদশাহ, অতীব মহান পবিত্র, মহান ব্যবস্থাপক এবং রিযিকদাতা। সৃষ্টিকূল একাগ্রচিত্রে তারই দিকে মনোনিবেশ করে। যেমন মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

"আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁরই দিকেই ফিরে যাবে।"[৩২]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

"আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী।"[৩৩]

নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত বাস্তব সত্য বিষয়টি তাঁর কবিতায় চমকপ্রদ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

الحمد لله ممسانا ومصبحنا * بالخير صبحنا ربي ومسانا

رب الحنيفة لم تنفذ خزائنها * مملوءة طبق الأفاق سلطانا

---

[৩০] ড. সার্জি জামিল আল জুবাইলী, পৃ. ১৩

[৩১] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, পৃ. ২১৩।

[৩২] সূরাহ আলে ইমরান, ৩:৮৩।

[৩৩] সূরাহ আর-রা'দ, ১৩:১৬।

"সকল প্রশংসা সেই মহান প্রভুর জন্য যিনি আমাদের সকাল-সন্ধ্যা সুন্দর করেছেন। হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের সকাল-সন্ধ্যা সুন্দর করেছ।

তুমি আমাদের একক প্রভু, একাগ্রচিত্তে তোমারই দিকে আমরা মনোনিবেশ করি। তোমার ভাণ্ডার সদা পূর্ণ। তুমিই হলে সারা জাহানের বাদশাহ ।"[৩৪]

আল্লাহ্ শব্দটি এক মহান সত্ত্বার নাম যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার এবং সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন। তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারো তুল্য নন। তিনিই সংরক্ষক, সর্বজয়ী, স্বীয় নির্দেশ-বিধান স্ব-শক্তিবলে কার্যকরভাবে এবং স্বয়ং বড়ত্ব অবলম্বনকারী। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি পরিকল্পনাকারী ও তাঁর বাস্তবায়নকারী এবং তদনুযায়ী রূপ ও আকার-আকৃতি দানকারী। আসমান যমীনের সৃষ্টিকূল সবই তাঁর, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার নয়। অতএব তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"বলুন! তিনি আল্লাহ এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য নেই।"[৩৫]

কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত সর্বপ্রকার মুশরিকী ধারণা খণ্ডন করে মানবতাকে পূর্ণ তাওহীদের সবক দিয়েছেন এবং আল-কুর'আনে মহান আল্লাহর স্ব-ঘোষিত একত্ববাদের অমিয়বাণীর ফল্গুধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে কবির নিম্নোক্ত কাব্য চরণগুলিতে :

سبحان ربي خالق النور لم يلد * ولم يكن مولودا بذلك أشهد
سبحان من كل إفك وباطل * ولا والد ذو العرش كيف يولد
وهو الله باري الخلق والخلق كلهم * إماء له طوعا جميعا وأعبد
وهو الصمد الحى الذي لم يكن له * من الخلق كفؤ قد يضاهيه مضدد.

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা, যিনি জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। আর আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করছি।

আর তিনি সব ধরনের ভ্রান্ত অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আরশের মহান অধিপতি। তাঁর কোন পিতা নেই। সুতরাং তিনি কিভাবে ভূমিষ্ট হবেন?

তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। সৃষ্টিজগৎ সকলেই তাঁর গোলাম আর আমি তার দাসত্ব করি।

---

[৩৪] *খাজানাতুল 'আদাব*, পৃ. ২৪৮; *আল আগানী*, খ. ৪,পৃ. ১৩৬; *শু'আরাউন নাসরানিয়্যাহ*, পৃ. ২২৬।
[৩৫] সূরাহ আল ইখলাস, ১১২।

তিনি অমুখাপেক্ষী ও চিরঞ্জীব। সৃষ্টিজগতে তার সমকক্ষ কেউ নেই যে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।"[৩৬]

সৃষ্টিকর্ম এককভাবে একমাত্র আল্লাহর। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই আকাশ মণ্ডলকে মহাশূন্যে ভাসমান করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কারণে সবকিছুই নিরন্তর ঘটছে। এ মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে তার একটিও নিজ ক্ষমতায় দাড়িয়ে নেই। তা সবই আল্লাহর কারণে অস্তিত্বশীল। মর্যাদার দিক থেকে তাঁর উর্ধ্বে কিংবা তার সমমানের কেউ নেই। তিনি তাঁর মূলসত্ত্বায় যেমন একক, তেমনই তিনি কার্যকারিতায় এবং তাঁর সৃষ্টিতে একক। তিনি সুউচ্চ মহান আরশের অধিপতি এবং সংরক্ষণশীল। সৃষ্টিজগৎ অবনতচিত্তে তার নিকট সিজদাবনত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

"অতএব শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।"[৩৭]

কবি উমাইয়ার কাব্যে আল কুর'আনের শাশ্বত বাণীর আলোকধারায় মহান আল্লাহর মহিমা ও বড়ত্ব প্রশংসার বিষয়টি অত্যন্ত চমকপ্রদ ভাষায় ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন,

لك الحمد والنعماء والملك ربنا * فلا شئ أعلى منك جدا ولا مجدا

مليك على عرش السماء مهيمن * لعزته تعنو الوجوه وتسجد.

"হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা, নেয়ামতরাজী এবং রাজত্ব আপনার জন্য। মান-মর্যাদার দিক থেকে আপনার উর্ধ্বে কেউ নেই।

আপনি আরশের মহান অধিপতি এবং সংরক্ষক। শুধু আপনার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সৃষ্টিকূলের চেহারাসমূহ সিজদাবনত হয়।"[৩৮]

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব দানকারী, তাঁকে কেউ অস্তিত্ব দান করেনি। তিনি না হলে এসব কিংবা এসবের কোন কিছুই হতে পারতনা। তিনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন বলেই এসবের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে। তিনি একক, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর রাজত্বে কারো অংশীদারিত্ব নেই, যে দিক যেখানে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই অবদান এবং তাঁর তুলনাহীন দয়া অনুকম্পার ফলশ্রুতি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.

[৩৬] *ড. সাজি' জামিল আল জুবাইলী*, পৃ. ৪৩; *শু'আরাউন নাসরানীয়াহ*, পৃ. ২২৪।

[৩৭] সূরাহ আল মু'মিনূন, ৪০:১১৬।

[৩৮] মুহাম্মাদ ইবন আবিল খাত্তাব আল কুরাশী, *জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম* (দামিশক: দারুল কালাম, ১৯৮৬ খ্রী.), পৃ.১৩১; *শু'আরাউন নাসরানিয়্যাহ*, পৃ. ২২৭।

"বলুন! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে। তিনি দুর্দশাগ্রস্থ হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারী প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম বর্ণনা করতে থাকুন।"[৩৯]

নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর মহান রাব্বুল আলামীনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান ও সর্বাবস্থায় অমুখাপেক্ষী এবং তিনি যে সীমাহীন দয়াপরবশ তারই বাস্তব রূপায়ন ঘটেছে কবির নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহে

الحمد لله الذي لم يتخذ * ولدا وقدر خلقه تقديرا

أعوذ بالله العلي مكانه * ذى العرش لم أعلم سواه مجيرا.

"সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, এবং তিনি সৃষ্টিকূলের ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সে মহান প্রভূ আল্লাহর নিকট সুউচ্চ আরশে যার অবস্থানস্থল।
তিনি ব্যতীত বান্দার আহবানে সাড়া দানকারী কেউ নেই।"[৪০]

সপ্ত আকাশ, যমীন ও এগুলোর অন্তর্বর্তী সমস্ত মাখলুক আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্রতা,মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকে। মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বাকে বাজে ও মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করেছে, এর থেকে সমস্ত মাখলুক নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেছে এবং তিনি যে মা'বুদ ও প্রতিপালক এটা তারা অকপটে স্বীকার করেছে। তারা এটাও স্বীকার করেছে যে তাঁর কোন অংশীদার নেই। অস্তিত্ব বিশিষ্ট সবকিছুই আল্লাহর একত্বের জীবন্ত সাক্ষী। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আসমান ও যমীনের সবকিছুই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। মিরাজ থেকে ফিরে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি উচ্চাকাশে বহু তাসবীহ এর সাথে নিম্নের তাসবীহও শুনেছি।

سبحت السموات العلى، من ذي المهابة مشفقات لذى العلو بما علا، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى.

"ভয় ও প্রেমপ্রীতির পাত্র, মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর পবিত্রতা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে উচ্চাকাশসমূহ।"[৪১]

আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে বলেন,

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

"তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।"[৪২]

---

[৩৯] সূরাহ আল ইসরা, ১৭: ১১১।

[৪০] *শু'আরাউন নাসরানিয়্যাহ* , পৃ. ২৩৫।

[৪১] 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ১৩, অনুবাদঃ ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৬৪-৩৬৫।

আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে কবি উমাইয়া মানবসমাজকে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার পরামর্শ প্রদান করেন। যেমন তিনি বলেন,

مجدوا الله وهو للمجد أهل * ربنا في السماء أمس كبيرا
ذلك المنشئ الحجارة الموتى * وأحياهم وكان جديرا.

"তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। কেননা তিনি সম্মান ও মহত্বের অধিকারী এবং যিনি অন্তরীক্ষের মাঝে বিরাজমান মহিমাময় প্রভূ।

যিনি কীট, পতঙ্গ, প্রস্তর সহ সবকিছুর আবিষ্কারক। তিনিই মৃত্যুকে জীবিত করেন। আর এ কর্মের জন্য তিনিই যোগ্য।"[৪৩]

ভূ-মণ্ডল-নভোমণ্ডল ও এর মধ্যস্থিত সবকিছুই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর একক পরিকল্পনায় সৃষ্ট ও একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। মহান আল্লাহ আসমানকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, সূর্যকে উজ্জ্বল দীপ্ত বানিয়েছেন যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকময় করে তোলে। আর এই আলোকরশ্মি থেকে সমস্ত সৃষ্টিকূল উপকার লাভে হয় ধন্য। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا . وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.

"আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বাকাশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।"[৪৪]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন আসমান ও যমীন সৃষ্টির নিঁখুত ও নৈপুণ্যতার বিবরণ দিয়ে আল কুর'আনে ঘোষণা দিয়ে বলেন:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.

"তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।"[৪৫]

এ বিষয়গুলো কবি উমাইয়ার কবিতায় ফুটে উঠেছে অত্যন্ত চমৎকার ও সাবলীল ভাষায়। যেমন তিনি বলেন,

إله العالمين وكل أرض * ورب الراسيات من الجبال
بناها وابتنى سبعا شدادا * بلا عمد يرين ولا حبال

---

[৪২] সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭:৪৩।
[৪৩] *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, খ. ২, পৃ. ২১২; আল বাদ'উ ওয়াত তারীখ, খ. ১, পৃ. ১৬৫
[৪৪] সূরাহ আন-নাবা, ৭৮: ১২-১৩।
[৪৫] সূরাহ লুকমান, ৩১:১০।

سواها وزينها بنور * من الشمس المضيئة.

"(আল্লাহ তা'আলা) বিশ্বজাহানের প্রভূ এবং তিনিই পাহাড় পর্বত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।
আর তিনিই উর্ধ্বাকাশে সুদৃঢ় সপ্তাকাশ স্তম্ভ এবং পায়াবিহীন সৃষ্টি করেছেন।
অতএব তিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সূর্যের প্রদীপ্ত আলোতে আলোকিত করেছেন।"[৪৬]

পৃথিবীর সমগ্র মাখলুক ধ্বংসশীল। এমন একদিন আসবে যে এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবে না। প্রত্যেক সৃষ্টিজীবের মৃত্যু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদগ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ যাকে চাইবেন সেটা ভিন্নকথা। শুধু আল্লাহ সত্ত্বা বাকী থাকবে। তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস থেকে পবিত্র। তিনি চিরঞ্জীব ও সাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা। তিনি আকাশ মণ্ডলী ও বিশাল বসুন্ধরার সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় সমস্ত মাখলূক বেঁচে আছে এ ধরায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছুই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।"[৪৭]

মহামহিম আল্লাহর বড়ত্বের এ সত্য বিষয়গুলো কবি উমাইয়ার কবিতায় অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন,

ألا كل شي هالك غير ربنا * ولله ميراث الذي كان فانيا
وان كان شيء خالدا ومعمرا * تأمل تجد من فوقه الله باقيا.

"সাবধান! এ পৃথিবীর সমগ্র মাখলূক ধ্বংসশীল, কেবলমাত্র আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ
ব্যতিত। যিনি অবিনশ্বর চিরঞ্জীব।
এ বিশাল ভূ-পৃষ্ঠের মালিকানা একমাত্র তাঁর জন্যই। পৃথিবীর কেউ যদি অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়
কিংবা স্থায়ী হয় তথাপিও সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ তা'য়ালাকে স্থায়ী দেখতে পাবে "[৪৮]

উপসংহার

কবি উমাইয়া ইবন আবিস সালত ছিলেন আরবী কবিতায় ধর্মীয় ভাবধারা সম্বলিত এক স্বতন্ত্র্য কাব্যরীতির মহান প্রবর্তক। তিনি তাঁর কবিতায় বিষয়গত ভাব অক্ষুণ্ন রেখে যথোচিত শব্দচয়ন ও বিন্যস্ত করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। একই সাথে কবি ধর্মীয় বিষয়াবলীকে অনুপম শব্দ ও সাবলীল ভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় জীবন চেতনা ও সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি মানবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর কাব্য সাহিত্যের মূলভাব ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ও মানবতার কল্যাণ। কবি উমাইয়ার এ ধরনের কাব্যসৃষ্টি ধর্মীয় চেতনায় বিশ্বাসী সাহিত্য-মোদীদের মনে এক নতুন অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম এ মর্মবাণীর সোনালী পথ ধরে আরবী সাহিত্যের নতুন নতুন ভূবন রচনা করতে সক্ষম হবে।

---

[৪৬] *ড. সার্জি' জামিল আল জুবাইলী*, পৃ. ১০০।
[৪৭] সূরাহ আর রাহমান, ৫৫:২৬-২৭।
[৪৮] *খাজানাতুল 'আদাব*, খ. ১, পৃ. ২৪৫।